58

ভোরের কাগজ

তারিখ 16 JUN 1998
পৃষ্ঠা: কলাম

সিনেট অধিবেশনে উপাচার্যের অভিভাষণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সমস্যা সন্ত্রাস ও আর্থিক সীমাবদ্ধতা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সমস্যা সন্ত্রাস ও আর্থিক সীমাবদ্ধতা। গতকাল সোমবার বিকালে রেজিস্ট্রার বিল্ডিঙের সভাকক্ষে তারই সভাপতিত্বে এ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

উপাচার্য তার বার্ষিক অভিভাষণে আরো বলেন, মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং বিশ্বপল্লীর ধ্যান ধারণা আমাদেরকে বড়ো ধরনের অসম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি করেছে। এ প্রতিযোগিতার মোকাবিলা করার জন্য তিনি তার ভাষণে কিছু উন্নয়ন প্রস্তাব করেন। এ ছাড়া সারা বছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিত্বও তিনি তুলে ধরেন। অধিবেশনে বর্তমান ৮৪ জন সিনেট সদস্যের মধ্যে ৬৬ জন সদস্য যোগ দেন।

অধিবেশনের শুরুতে গত ১ বছরে প্রয়াত ১০ জন শিক্ষক, ৩ জন অফিসার ও ১৪ জন কর্মচারীর জন্য শোক প্রস্তাব আনা হয়। এরপর উপাচার্যের ভাষণের উপর আলোচনা হয়। গতকাল আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক ড. ম. আক্তারুজ্জামান, আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া, অধ্যাপক আলী আশরাফ, অধ্যাপক ইউসুফ হায়দার, বস্ত্রপ্রতিমন্ত্রী খ. ম. জাহাঙ্গীর, অধ্যাপক ডা. মোদাচ্ছের আলী, অধ্যাপক সাদউদ্দীন, হাবিবুর রহমান খান, হোসেন মনসুর, খালেদা খানম, অধ্যাপক আব্দুল মান্নান চৌধুরী, অধ্যাপক সুলতানা শফি প্রমুখ।

অধ্যাপক মোদাচ্ছের আলী বলেন, সন্ত্রাস নির্মূলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোনো হাত নেই। সংসদই হচ্ছে আসল জায়গা। হাবিবুর রহমান খান কাঁটাবন মসজিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার প্রস্তাব দেন। অধ্যাপক মান্নান চৌধুরী ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্ন্যাক্সকে (ডাস) সন্ত্রাসের কেন্দ্র বিন্দু বলে এটি তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। আজ মঙ্গলবার বিকালে অধিবেশনের দ্বিতীয় ও শেষ দিনে কোষাধ্যক্ষ শামসুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট পেশ করবেন।

গতকাল অধিবেশন চলাকালে বিভিন্ন দাবিতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্রমৈত্রী প্রশাসনিক ভবনের সামনে মিছিল সমাবেশ করে। ছাত্র ইউনিয়ন সিনেটর সদস্যদের কাছে বিভিন্ন দাবি দাওয়া জানিয়ে একটি খোলা চিঠি দেয়। ছাত্র ফেডারেশন বিভিন্ন দাবি ও প্রস্তাব নিয়ে উপাচার্যের নিকট স্মারকলিপি পেশ করে।

সিনেট সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট সভা পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদনের জন্য সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। প্রস্তাবে গত প্রায় ২০ বছর যাবৎ পার্বত্য চট্টগ্রামে হানাহানি, রক্তপাতের প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করে বলা হয়, বর্তমান সরকারের আগে এই সমস্যা নিরসনে কোনো আন্তরিক উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

প্রস্তাবে বলা হয়, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের এই সভা মনে করে দেশের সংবিধানের আওতায় বর্তমান শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে সরকার ও সরকার প্রধান যে রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন তা সমকালীন বিশ্ব ইতিহাসে অনন্য। এই চুক্তি সম্পাদন করায় দেশে ও বিদেশে বাংলাদেশের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে বলেও সভা মনে করে। এই সভা আরো মনে করে যে, এই চুক্তি ও এতদসংক্রান্ত আইন পাস করে সরকার এই পার্বত্য এলাকাকে দেশের মূল স্রোত ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে।'

সভা ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদনের জন্য সরকার প্রধান মাননীয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।